দৈনিক ইনকিলাব

49

তারিখ ... 23 APR 1998
পৃঃ 7 কলাম 2

গুলীবিদ্ধ ১ ঃ ছাত্র দল কর্মীকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে জখম ঃ কক্ষ ভাঙচুর ঃ অগ্নিসংযোগ

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্র দল-ছাত্র লীগ বন্দুক যুদ্ধ ঃ ছাত্র লীগের সূর্যসেন হল দখল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র দলের একটি মিছিলে ছাত্র লীগের গুলী বর্ষণের পর ছাত্র দল ও ছাত্র লীগের কর্মীদের ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে শতাধিক রাউন্ড গুলী বর্ষিত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্র লীগ কর্মীরা ছাত্র দল নিয়ন্ত্রিত সূর্যসেন হল দখল করে নেয়। গোলাগুলীর সময় পুলিশকে বহনকারী ট্রাকের একজন ড্রাইভার আবুল হোসেন (বশির) গুলীবিদ্ধ হয়। অপরাহ্নে একটি সামান্য ঘটনায় ছাত্র লীগ কর্মীরা আপেল নামে সূর্যসেন হল ছাত্র দলের একজন কর্মীকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে মারাত্মক আহত করলে দু'পক্ষে সংঘাতের সূত্রপাত হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কর্মীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তাদের উপর হামলা চালাতে মুজিববাদী ছাত্র লীগ কর্মীদের আশ্রয় দেয়। তারা কয়েক রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশ ছাত্র দল নিয়ন্ত্রিত হলগুলো ঘিরে ফেলে এবং জসীম উদ-দীন ও মুজিব হলে তল্লাশি চালায়। তারা ছাত্রদের কক্ষ ও কক্ষের বই-পত্র, ড্রয়ার, আলমারীর তালা ভেঙ্গে তছনছ করে। তবে গতরাত পর্যন্ত পুলিশ ছাত্র দলকে হটিয়ে ছাত্র লীগের দখল করা সূর্যসেন হলে কোন তল্লাশি চালায়নি। বরং পুলিশ সূর্যসেন হল দখলে ছাত্র লীগ কর্মীদের সহায়তা করে। রাতে ছাত্র দল কর্মীরা সূর্যসেন হলের বাইরে মাঠে এবং ছাত্র লীগ কর্মীরা হলের ভেতরে অবস্থান করছিল। হল দখল করে ছাত্র লীগ কর্মীরা সূর্যসেন হল গেটে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও ১৫-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বন্দুক যুদ্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপি'র চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার দুইটি বড় ছবি ভাঙচুর করে। তারা হলে ছাত্র দল কর্মীদের ১০/১২টি কক্ষ ভাঙচুর, তছনছ ও লুটপাট করে এবং কয়েকটি কক্ষে জিনিসপত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। দীর্ঘ দিন পর গতকাল আবার ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের রতন-তমি গ্রুপ কর্তৃক গতকাল সূর্যসেন হল দখলের আগে গত বছর একই সংগঠনের শামীম গ্রুপ হলটি দখল করেছিল। পরে সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্র দল কর্মীরা হলটিতে ফিরে যায়। গতকাল আবার ছাত্র দলের এই শক্তিশালী ঘাঁটিটির পতন ঘটার পর ছাত্র দল সভাপতিসহ নেতৃবৃন্দ হলটিকে দখলদারমুক্ত করে বিতাড়িত ছাত্র দল কর্মীদের হলে তুলে দেয়ার জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে দাবী জানাতে থাকে। ছাত্র দল সভাপতি এ্যানি বলেছেন, গতকাল (বুধবার) রাতের মধ্যে সূর্যসেন হল দখলমুক্ত করা না হলে ছাত্র দল আজ ভিসি অফিস ঘেরাও করবে। ঘটনার পর থেকে ছাত্র দল তাদের নিয়ন্ত্রিত জিয়া, মুজিব ও জসীম উদ-দীন হলে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। ছাত্র লীগও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সূর্যসেন হল এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ সতর্ক অবস্থান করছিল। যে কোন সময় ক্যাম্পাস পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটতে পারে। গতকাল সূর্যসেন হল দখলের মাধ্যমে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি হলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলো। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলকে হটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হল দখল করে নেয়। এর আগে তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল মাত্র একটি হল এবং ছাত্রলীগের মন্টু গ্রুপকে হটিয়ে তারা অন্য ২টি হল দখল করে। ছাত্রদল এখন ছোট ৩টি হল নিয়ন্ত্রণ করছে। রাত ১০টায় জানা যায়, ছাত্রদল নেতাদের সাথে ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীর আলোচনার পর রাত ১০টায় হল প্রভোষ্টের নেতৃত্বে বিতাড়িত ছাত্রদল কর্মীদের সূর্যসেন হলে পুনরায় তুলে দেয়ার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু আবদুল ওয়াদুদ খোকন, তমিজউদ্দীন তমি ও বাবুল তালুকদারের নেতৃত্বে হল দখলকারী ছাত্রলীগ কর্মীরা হলের দখল না ছাড়ায় নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। তারা হল ছাড়তে রাজি নয় এবং ছাত্রদল কর্মীদের পুনরায় হলে তুলে দেয়ার কর্তৃপক্ষীয় চেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করছিল।

বেলা সাড়ে ৩টায় ক্যাম্পাসে কলাভবনস্থ সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ কক্ষের সামনে একজন ছাত্রদল কর্মীর সাথে ছাত্রলীগ কর্মীদের তর্কাতর্কির মাধ্যমে সংঘাতের শুরু হয়। কলাভবন আমতলায় 'বঙ্গবন্ধু চত্বর' লিখে রাখাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়। কে বা কারা ঐ লেখাটিকে বিকৃত করে ফেলে। কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী এ বিকৃতির জন্য সেখানে উপস্থিত ক'জন ছাত্রদল কর্মীকে অভিযুক্ত করে। ছাত্রদল কর্মীরা তাদের আত্মীয়দের নিয়ে প্রথমবর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি ফরম জমা দিতে যায়। ঐ অভিযোগকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষে কথা কাটাকাটি হয়। তবে অন্য একটি সূত্র বলেছে 'ঘ' ইউনিটের ভর্তি ফরম জমা দিতে আসা নড়াইলের রিমি নামের একজন উদ্ভিন্ন সুন্দরী ছাত্রীকে ক'জন ছাত্রদল কর্মী উত্যক্ত করে। একপর্যায়ে মেয়েটির প্রতিবাদের মুখে একজন ওড়না টেনে ধরলে খবর পেয়ে মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা সেখানে গিয়ে তর্কাতর্কিতে লিপ্ত হয়। দু'পক্ষে উত্তপ্ত বাক-বিতণ্ডার সময় দু'সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সেখানে গিয়ে উত্তেজনা থামিয়ে দেন। অল্পক্ষণ পরেই মোটরসাইকেল আরোহী দু'জন ছাত্রলীগ কর্মী ক্যাম্পাসে বন্ধুদের নিয়ে আড্ডারত সূর্যসেন হলের ছাত্রদল কর্মী কামরুজ্জামান আপেলের উপর হামলা চালায় এবং তাকে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। তার ডান হাত ও পিঠে চাপাতির আঘাতে তিনি মারাত্মক আহত হয়। তার সঙ্গী কামরুল ছাত্রলীগ কর্মীদের ধাওয়া খেয়ে পুলিশের কাছে আশ্রয় নেয়। আহত আপেলকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আহতাবস্থায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে রমনা থানায় নিয়ে যায়।

আপেলের উপর হামলা ও তাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ছাত্রদল কর্মীরা জিয়া, মুজিব, জসীমুদ্দীন ও সূর্যসেন হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মধুর ক্যান্টিন অভিমুখী মিছিলটি ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে বেলা সাড়ে ৪টায় লেকচার থিয়েটার ভবনের সামনে পৌঁছলে পূর্বদিকে মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা ছাত্রদলের মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলীবর্ষণ শুরু করে। ছাত্রদল কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা গুলীবর্ষণ করতে করতে ছাত্রদল কর্মীদের ধাওয়া দিয়ে সামনে এগোতে থাকে। ছাত্রদল কর্মীরা জসীমুদ্দীন হলের দিকে পিছু হটতে হটতে একপর্যায়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চালায়। তারাও ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রতি পাল্টা গুলীবর্ষণ করতে থাকে। এ সময় পশ্চিম দিকে মুহসীন হল থেকে আসা ছাত্রলীগ কর্মীরাও ছাত্রদলের প্রতি গুলী ছুঁড়তে থাকে। পুলিশ এ সময় ১০/১২ রাউন্ড টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। এর আগে আপেলকে কোপানোর পর জহুরুল হক হল থেকে ছাত্রলীগ কর্মীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মধুর ক্যান্টিনে সমবেত হয়। পরে মল চত্বর এলাকায় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মাঝে ভয়াবহ বন্দুক যুদ্ধ চলাকালে রেজিস্ট্রার বিল্ডিং-এর সামনে আবুল হাশেম নামে একজন ট্রাক ড্রাইভার হাতে ও কোমরে গুলীবিদ্ধ হয়। তিনি সংঘর্ষস্থলে আসা পুলিশ দলকে বহনকারী ট্রাকের ড্রাইভার। সংঘর্ষ চলাকালে এক পর্যায়ে মুহসীন হল থেকে আসা ছাত্রলীগ কর্মীরা সূর্যসেন হলে ঢুকে হল দখল করে নেয়। পুলিশ হলের বাইরে ব্যারিকেড দিয়ে ছাত্রদল কর্মীদের সেদিকে যেতে বাধা দেয়। বেলা সাড়ে ৫টায় সংঘর্ষ বন্ধ হয়। সংঘর্ষে হেমায়েত নামে একজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয় বলে জানা গেছে। বাবু নামে একজন ছাত্রদল কর্মী আহত হবার কথা জানা গেছে। এদিকে ততক্ষণে ছাত্রলীগ কর্মীরা সূর্যসেন হল গেটে শহীদ জিয়া ও বেগম জিয়ার দু'টি ছবি ভাংচুর এবং হলে ছাত্রদল কর্মীদের ১০/১২টি কক্ষ তছনছ করে। তারা দু'টি কক্ষে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিপুলসংখ্যক ছাত্রলীগ কর্মী হলে অবস্থান নেয়।

সংঘর্ষ শেষে সন্ধ্যা ৬টায় পুলিশ ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত জসীমুদ্দীন ও মুজিব হলে তল্লাশি চালায়। তবে তারা কোন অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তারা ছাত্রদের জিনিসপত্র তছনছ করে। সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ কর্মীরা মধুর ক্যান্টিন এলাকায় ছাত্রদলের কয়েকটি ব্যানার পুড়িয়ে দেয়।

পরে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে গিয়ে দখলদারদের বের করে দিয়ে বিতাড়িত ছাত্রদল কর্মীদের সূর্যসেন হলে পুনরায় তুলে দেয়ার দাবী জানাতে থাকেন। রাত ১০টায় এ রকম একটি উদ্যোগ প্রাথমিকভাবে ব্যাহত হয় বলে খবর পাওয়া গেছে। হল তল্লাশি করা হবে, না কিভাবে দখলদারদের বের করে দিয়ে প্রকৃত ছাত্রদের হলে উঠানো হবে তা নিয়ে জটিলতা বিরাজ করছিল।